দৈনিক সংবাদ 43
তারিখ 07 SEP 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

শিক্ষাঙ্গন আবার রণাঙ্গন

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার ভোর রাতে দু'ঘন্টাব্যাপী ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ হয়ে গেল। সরকারীদলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দু'জন দলীয় নেতা বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত হন! আরও কয়েকজনের জখম গুরুতর। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রায় ৫শ' রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। ছাত্রশিক্ষকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা দু'দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এর মাত্র চার দিন আগে ক্যাম্পাসে প্রথম রাউন্ড বন্দুক যুদ্ধে এক যুবক নিহত হয়েছিলেন। তখন গোলাগুলি থামলেও রেষারেষি থামেনি। আর এক দফা বন্দুকযুদ্ধ ছিল প্রায় অবধারিত। পরিস্থিতির অবনতিরোধে সরকার, সরকারী দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যার যার পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কেন এমন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন?

এর ফলে যে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনা হয়েছে তার দায় কে নেবে? শুধু যে মায়ের কোল খালি হয়েছে তাই নয়। শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করার অশুভ তৎপরতা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব মহলের নির্লিপ্ততায় মদদ পেয়েছে, আশংকা সেখানেই।

মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের বিবদমান দু'পক্ষকে ডেকে তাদের হাত মেলানর যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশংসিত হলেও ফল পাওয়া যায়নি। তিন/চারদিন না যেতেই সন্ধি ভেঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কারণ যাদের হাত মেলান হয়েছিল তাদের হাতের বন্দুক কেড়ে নেয়া হয়নি। ক্যাম্পাসে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়নি। তোপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং অগণিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছেড়ে দেয়া কতটুকু সমীচীন হয়েছে?

সশস্ত্র তরুণরা শেষরাতে একটি হলে কমান্ডো স্টাইলে চড়াও হয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে যায় এবং নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে একজন ছাত্রনেতাকে মেরে ফেলে। এটা ঠান্ডামাথায় পরিকল্পিত হত্যাকান্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। খুনী ও খুনের শিকার উভয়েই ছাত্রদলের বলে অভিযোগে জানা গেছে। এ খুনের যদি বিচারের ব্যবস্থা না হয় তার দায় সর্বাংশে সরকারের ওপর বর্তাবে। সেটা হবে সন্ত্রাস কবলিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ, আরও নির্মম হত্যাযজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানর সামিল।

এর আগে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই বিরোধী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি চলেছে। তার জের এখনও চলছে। সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, পুলিশ নীরব। ক্যাম্পাসে পুলিশের নাকের ডগায় সশস্ত্র তরুণরা ঘোরাফেরা করে, পুলিশ কিছু বলে না। গোলাগুলির সময় পুলিশ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখে। যুদ্ধ শেষে হলতল্লাশির রুটিন অভিযান চালান হয়। তখন অস্ত্র উদ্ধার বা সন্ত্রাসী গ্রেফতার করতে না পারাটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ আজ ধ্বংসের শেষ প্রান্তে। সরকার ও বিরোধীদলগুলো এ যাবৎ বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসরোধে নেতানেত্রীদের শুধু সদিচ্ছাই যে যথেষ্ট নয় তা কাউকে বলে বোঝানর প্রয়োজন পড়ে না। নিজ নিজ দলের সশস্ত্র তরুণদের দলীয় কর্মী হিসেবে না দেখে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে দেখতে বাধা কোথায়? দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের কথা সরকার ও বিরোধীদলের নেতানেত্রীরা সবাই বলেন, কিন্তু বাস্তবে কেন গ্রেফতার করা হয় না?

ক্যাম্পাসে যখন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, তাকে যেন কাঠের পুতুল বানিয়ে রাখা না হয়। তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হলে ক্যাম্পাস অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা তেমন কঠিন কিছু হওয়ার কথা নয়। এ সিদ্ধান্ত সরকারকেই নিতে হবে।